Dhaka Ahsania Mission, Health Sector (Tobacco Control Project)

Media Coverage of তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন জরুরী



তক্রবার ২২ জানুয়ারি ২০২১

রেজিঃ নং-ভিএ ৬১৯৮ । বর্ষ ১১ সংখ্যা ১৪৩ । ৮ মাথ ১৪২৭ । ৮ জমাদিউস সানি ১৪৪২

তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন জরুরি

নিজন্ব প্রতিবেদক

তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অন গ্রোবাল টোব্যাকো এপিডেমিক ২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ধুমপানমুক্ত পরিবেশ এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষদ্ধ করার ক্ষেত্রে এখনও সর্বোভ্তম মান অর্জন করতে পারেনি। এজন্য বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রয়োজন। এছাড়া বাংলাদেশের মানুষের ধুমপানের কারণে কয়েকশ' কোটি টাকা স্বাস্থ্য সেবা নিতে খরচ হয় প্রতি বছর।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেইরের প্রধান কার্যালয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন বজারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেন্টরের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প) মো. মোখলেছুর রহমানের সভাপতিতে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয় শীর্ষক এই মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া, বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর রুল্থল আমিন রুশদ ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের কমিউনিকেশন্স অফিসার সরকার শামস বিন শরীষ্ট। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেন্টরের সিনিয়র

প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান মতবিনিময় সভায় জনস্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষায় বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া বলেন, বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান আটটি কারণের ছয়টির সঙ্গেই তামাক জড়িত। বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ লাখ ৬১ হাজারেরও বেশি মানুষ কেবল তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করে। অথচ এটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ততটা নই যতটা হওয়া উচিত ছিল। গণমাধ্যম কমীরাই পারেন মানুষের মাঝে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে। তিনি এজন্য গণমাধ্যম কর্মীদের ভূমিকা রাখতে আহ্বান করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেউরের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ সরকার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্টোল (এফসিটিসি)র আলোকে ধৃমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করে। ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্ৰণ আইনে বেশকিছু গুরুতুপূর্ণ সংশোধনী আনা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। তবে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি এফসিটিসির সঙ্গে অনেকাংশে সামঞ্চস্যপূর্ণ হলেও কিছু জায়গায় দুর্বলতা রয়েছে। জনস্বাস্থ্য, বিশেষ করে কিশোর ও তরুণদের জন্য নতুন হুমকি ই-সিগারেটের মতো এমার্জিং টোব্যাকো প্রোডান্ট নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আইনে কিছ বলা নেই।

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-

mohanagar/33895/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7

%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-

%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF



তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন জব্দবি

স্টাফ রিপোর্টার : তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। বিশ স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অন গ্লোবাল টোব্যাকো এপিডেমিক ২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ ধৃমপানমুক্ত পরিবেশ এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে এখনও সর্বোত্তম মান অর্জন করতে পারেনি। এজন্য বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রয়োজন গতকাল রাজধানীর শ্যামলীস্থ ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেউরের প্রধান কার্যালয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন বক্তারা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেম্বরের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প) মো. মোখলেছুর রহমানের সভাপতিতে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয়া শীর্ষক এই মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া, বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর রুহুল আমিন রুশদ ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের কমিউনিকেশনস অফিসার সরকার শামস বিন শরীফ। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেউরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান মতবিনিময় সভায় জনস্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষায় বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে একটি প্রেজেন্টশন উপস্থাপন করেন।

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7 %8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF



অক্রবার

চাৰা, ৮ চাপ ১৪২৭ ৮ জয়দিটৰ সনি ১৪৪২ ২২ জানুয়ানি ২০২১ প্ৰেক্তি, দং ডিন ৪০০৫ ধৰ্ম ১৭, সংখ্য ২৫৪, পৃথ্য ১২

মূল্য ১০ টাকা

তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন জরুরি

তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অন গ্লোবাল টোব্যাকো এপিডেমিক ২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে এখনো সর্বোন্তম মান অর্জন করতে পারেনি। এ জন্য বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রয়োজন

বৃহস্পতিবার রাজধানীর শ্যামলীর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেইরের প্রধান কার্যালয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন বভারা। বিজ্ঞাপ্ত।

https://www.dailynayadiganta.com/more-

news/557484/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7

%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-

%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF



Reform of tobacco control act suggested

Staff Reporter

Speakers at a view exchange meeting said that although significant progress has been made in tobacco controling in Bangladesh, in some cases progress has not been as expected

been as expected.

Bangladesh has not yet achieved the standard smoke-free environment and banning the advertisements of tobacco products, according to the World Health Organization's Report.

They suggested for bringing an amendment to the tobacco controlling law to achieve these goals.

The view exchange meeting was held at the health sector office of Dhaka Ahsania Mission in the capital city on Thursday under the banner of "Role of media in building a tobacco free Bangladesh 2040".

Md Mokhlesur Rahman, Assistant Director of the Health Sector, Dhaka Ahsania Mission, and also Project Coordinator of Tobacco Control Project, presided over the meeting.

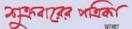
Abdus Salam Miah, Grants Manager of Campaign for Tobacco Free Kids Bangladesh, Ruhul Amin Rushd, Senior News Editor of Bangla Vision TV channel, among others, were present on the occasion.

Sharmin Rahman, Senior Program Officer of health sector of Dhaka Ahsania Mission gave a presentation on the existing tobaccocontrolact in Bangladesh.

In her presentation she said, the existing law does not prohibit smoking in public transport and restaurants in certain cases.

It does not prohibit the display of tobacco products in sales outlets, the sale of single sticks or retail sticks of cigarettes, the sale of emerging tobacco products such as e-cigarettes, she added in her presentation.





ৰ্ষ ২২ সংখ্যা ২৯৫

৮ মাঘ ১৪২৭

२२ जानुसाति २०२১ জমাদিউস সানি ১৪৪২

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মতবিনিময়

তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন জরুরি

তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অন গ্রোবাল টোব্যাকো এপিডেমিক ২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে এখনো সর্বোত্তম মান অর্জন করতে পারেনি। এ জন্য বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রয়োজন বলে জানানো হয়। গতকাল বহস্পতিবার রাজধানীর শ্যামলীতে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেষ্টরের প্রধান কার্যালয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন বক্তারা।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প) মো. মোখলেছুর রহমানের সভাপতিতে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয়' শীর্ষক এই মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া, বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর রুহুল আমিন রুশদ ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের কমিউনিকেশনস অফিসার সরকার শামস বিন শরীফ।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেউরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান মতবিনিময় সভায় জনস্বাস্থ্য ও জীবন পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন

শেষ পৃষ্ঠার পর

রক্ষায় বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে একটি সচিত্র বর্ণনা (প্রেজেন্টেশন) উপস্থাপন করেন। মতবিনিময় সভায় ক্যান্সেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদস সালাম মিয়া বলেন, বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান আটটি কারণের ছয়টির সাথেই তামাক জড়িত। বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ লাখ ৬১ হাজারেরও বেশি মানুষ কেবল তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার জনিত রোগে মৃত্যুবরণ করে। অথচ এটি নিয়ে আমরা উদ্বিঘ্ন ততটা নই যতটা হওয়া উচিত ছিল। গণমাধ্যমকর্মীরাই পারেন মানুষের মাঝে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে। তিনি এ জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা রাখার আহবান জানান।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেউরের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ সরকার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-এর আলোকে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করে। ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে বেশ কিছু গুরুতৃপূর্ণ সংশোধনী আনা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। তবে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি এফসিটিসির সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কিছু জায়গায় দুর্বলতা রয়েছে। জনস্বাস্থ্য, বিশেষ করে কিশোর ও তরুণদের জন্য নতুন হুমকি ই-সিগারেটের মতো ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্ট নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আইনে কিছু বলা নেই।

http://www.kholakagojbd.com/national/69318

DhakaTribune

Call for amending tobacco control law to ensure public health safety

Tribune Report

Published at 09:43 pm January 21st, 2021

Strong measures need to be taken for reducing tobacco use and turning Bangladesh into a tobaccofree country by 2040, say anti-tobacco campaigners

The existing tobacco control law of the country is not adequate and it should be amended in order to save the public from the harmful effects of tobacco products, according to experts.

Anti-tobacco campaigners were speaking on the issue at a discussion with media persons on the theme, "The Role of Media in Protecting Public Health: Tobacco Control Perspectives", in the capital on Thursday.

Sharmin Rahman, senior program officer of Dhaka Ahsania Mission's Health Sector, presented the keynote paper at the meeting.

Discussants demanded an amendment to the existing tobacco control law before the announcement of the next budget, stating that loopholes in the current law made it difficult to reduce tobacco use significantly.

Bangladesh was the first developing country to sign the WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) in 2003.

The government passed the Tobacco Products (Control) Act in 2005. Later, an amendment to the law was passed in 2013.

Decrease in tobacco use

The Global Adult Tobacco Survey (GATS) was first conducted in Bangladesh in 2009 and repeated in 2017.

Comparative data from the two studies show that tobacco use prevalence in the country decreased among adults from 43.3% in 2009 to 35.3% in 2017.

Keeping in mind that the severity of Covid-19 is higher among smokers, according to the World Health Organization (WHO), experts said it was high time everyone quit smoking.

Why is it necessary to amend the existing law?

Anti-tobacco advocates welcomed the reduction in tobacco use in the country, but remarked that the progress had been insufficient.

According to the GATS, Bangladesh has yet to achieve the best standards for a smoke-free environment and impose a ban on advertising tobacco products.

Campaign for Tobacco Free-Kids Grants Manager Abdus Salam Miah said while the existing tobacco control law was mostly compatible with the FCTC, there were still some inadequacies.

"The law does not say anything about banning emerging tobacco products such as e-cigarettes, a new threat to public health, especially for adolescents and young people," he observed.

Although it is mandatory to make graphic warnings occupy 50% of all tobacco product packages, the size of the packaging is not specified, Salam mentioned.

"As a result, illustrated warnings do not draw attention to the small wrappers of bidis and smokeless tobacco products," he added.

Anti-tobacco campaigners said strong measures needed to be taken immediately for reducing tobacco use in order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) and turn Bangladesh into a tobacco-free country by 2040, as envisaged by Prime Minister Sheikh Hasina.

Obstacles

According to the Dhaka Ahsania Mission study presented at the meeting, there were several glaring obstacles in the existing law that hindered tobacco control.

The current law allows people to smoke on public transports and in certain areas of restaurants.

Moreover, displaying tobacco products at outlets was not prohibited, the study noted.

The sale of single stick cigarettes is not forbidden either in the current law.

Besides, there is no mention of banning the sale and import of e-cigarettes and heated tobacco products.

The study also mentioned the need to increase the size of graphical warning on tobacco product packages to discourage people from smoking.

Mukhlesur Rahman, assistant health director of Dhaka Ahsania Mission, said: "A strong tobacco control law and its effective implementations are indispensable in this regard."

The current law had failed to reduce tobacco use successfully, he remarked.

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2021/01/21/call-for-amending-tobacco-control-law-to-ensure-public-health-safety



Tobacco control law amendment needed urgently: Speakers



Although significant progress has been made in tobacco control in Bangladesh, in some cases progress has not been as expected. According to the World Health Organization's report on Global Tobacco Epidemic 2019, Bangladesh has not yet achieved the best standards for banning advertising for a smoke-free environment and tobacco products. This requires an amendment to the current tobacco control law.

This was stated by the speakers at view exchange meeting with journalists on Thursday at the head office of Dhaka Ahsania Mission Health Sector in the capital.

The meeting was chaired by Md. Mokhlesur Rahman, Assistant Director and Project Coordinator (Tobacco Control Project), Health Sector, Dhaka Ahsania Mission while Abdus Salam Mia, Grants Manager, Campaign for Tobacco Free Kids Bangladesh, Ruhul Amin Rushad, Senior News Editor,

Banglavision and Sarkar Shams Bin Sharif, Communications Officer, Campaign for Tobacco Free Kids Bangladesh were among others also present at the occasion.

Sharmin Rahman, Senior Program Officer, Health Sector, Dhaka Ahsania Mission, gave a presentation on the existing Tobacco Control Act to protect public health and life.

Abdus Salam Mia, Grants Manager, Campaign for Tobacco Free Kids Bangladesh, said at the meeting that tobacco was involved in six of the eight major causes of preventable death worldwide. In Bangladesh, more than 1 lakh 61 thousand people die every year from diseases caused by tobacco use alone. But we are not as concerned about it as we should be. Only media personnel can create awareness among the people. He called on the media to play a role in this.

Md. Mokhlesur Rahman, Assistant Director, Health Sector, Dhaka Ahsania Mission, said that the Government of Bangladesh enacted the Smoking and Tobacco Use (Control) Act, 2005 in the light of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

In 2013, several important amendments were made to the Tobacco Control Act and in 2015, the Smoking and Tobacco Use (Control) Rules were formulated. However, the existing tobacco control law is largely consistent with the FCTC, but there are weaknesses in some areas. The law does not say anything about banning emerging tobacco products such as e-cigarettes, a new threat to public health, especially teenagers and young adults.

Ruhul Amin Rushad, senior news editor of Banglavision, hoped that the media will play a stronger role in amending the anti-tobacco law, just as it did in 2013.

It is to be noted that the weak points in the existing law are the existing law does not prohibit smoking in public transport and restaurants in certain cases, does not prohibit the display of tobacco products in sales outlets, does not prohibit the sale of single sticks or retail sticks of bidi-cigarettes, does not prohibit the sale of emerging tobacco products such as e-cigarettes, health-warning has failed to play an effective role as the size / volume of packaging of all tobacco products has not been determined and the tobacco company's 'Social Responsibility Program' or CSR activities have not been banned. In most countries of the world, there is no opportunity to buy a single stick cigarette. There is no obligation in our country.

Legal obligations are needed in this regard.

https://thebangladeshtoday.com/?p=29375&fbclid=IwAR2cVO6tmu2VOmWDX5sGjDiYzkAtC-Bfh4jJg3-WF1okUQtr0j0CKa0ydiQ



তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধনের দাবি

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২৩ জানুয়ারি ২০২১



তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে এখনও সর্বোত্তম মান অর্জন করা যায়নি | এজন্য বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন জরুরি | গত বৃহস্পতিবার রাজধানীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান কার্যালয়ে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথা বলেন |

সভায় ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া বলেন, 'বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর প্রধান আটটি কারণের ছয়টির সঙ্গেই তামাক জড়িত বাংলাদেশে প্রতিবছর এক লাখ ৬১ হাজারেরও বেশি মানুষ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারজনিত রোগে মারা যান অথচ এটি নিয়ে আমরা ততটা উদ্বিগ্ন নই ।' ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প) মো.
মোখলেছুর রহমানের বলেন, '২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয় এবং এরই
ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। তবে আইনের কিছু
জায়গায় দুর্বলতা রয়েছে। নতুন হুমকি ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আইনে কিছু বলা নেই।'
এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর রুহুল আমিন রুশদ, ক্যাম্পেইন ফর
টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের কমিউনিকেশনস অফিসার সরকার শামস বিন শরীফ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য
সেক্টরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমান আইনে গণপরিবহন ও রেস্তোঁরার ক্ষেত্রবিশেষে ধূমপানের সুযোগ রাখা হয়েছে । এ ছাড়া বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন, খুচরা শলাকা বিক্রি ও তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি নিষিদ্ধ করা হয়নি । তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের আকার নির্ধারণ না করায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে মনে করেন বক্তারা ।

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7 %8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7 %87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF



তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন জরুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক

২২ জানুয়ারি ২০২১



তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অন গ্লোবাল টোব্যাকো এপিডেমিক ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে এখনও সর্বোত্তম মান অর্জন করতে পারেনি। এজন্য বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রয়োজন– তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় ২১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর শ্যামলীতে অবস্থিত ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান কার্যালয়ে এ কথা বলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প) মোঃ মোখলেছুর রহমান। মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয়'

শীর্ষক এই মতবিনিময় সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের

গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া, বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এভিটর রুহুল আমিন রুশদ ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের কমিউনিকেশনস অফিসার সরকার শামস বিন শরীফ ।
ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান মতবিনিময় সভায় জনস্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষায় বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে একটি প্রেজেন্টশন উপস্থাপন করেন ।
মতবিনিময় সভায় ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া
উপস্থিত সাংবাদিকদেরকে বলেন, বিশ্ব সজুড়ে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান আটটি কারণের ছয়টির সাথেই তামাক
জড়িত । বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারেরও বেশি মানুষ কেবল তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার জনিত রোগে
মৃত্যুবরণ করে । অথচ এটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ততটা নই যতটা হওয়া উচিত ছিল । গণমাধ্যমকর্মীরাই পারেন
মানুষের মাঝে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে । তিনি এজন্য গণমাধ্যমকর্মীদেরকে ভূমিকা রাখতে আহবান
করেন ।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছর রহমান বলেন, বাংলাদেশ সরকার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-র আলোকে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করে। ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। তবে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্ৰণ আইনটি এফসিটিসির সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কিছু জায়গায় দুর্বলতা রয়েছে। জনস্বাস্থ্য, বিশেষ করে কিশোর ও তরুণদের জন্য নতুন হুমকি ই-সিগারেটের মতো এমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্ট নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আইনে কিছু বলা নেই বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর রুহুল আমিন রুশদ বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে আমরা যদি চলি ডালে ডালে তবে তামাক কোম্পানীগুলো চলে পাতায় পাতায়| একারণে আমরা দেখি তারা নানাবিধ প্রচার প্রচারণা করে মানুষের মধ্যে ধুমপানে উৎসাহিত করার কাজ করে। এ বিষয়ে আইন সংশোধন করে এর কঠোর প্রয়োগ প্রয়োজন | তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ২০১৩ সালে তামাক বিরোধী আইন করার সময় গণমাধ্যমগুলো যেভাবে দারুণ ভূমিকা রেখেছিল, এবারও আইন সংশোধন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের জোড়ালো ভূমিকা থাকবে। উল্লেখ্য, বিদ্যমান আইনের যেসব দুর্বলদিক তামাক নিয়ন্ত্রণে বাধা রয়েছে সেগুলো হলো- বিদ্যমান আইনে গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে ক্ষেত্রবিশেষে ধূমপানের সুযোগ রাখা হয়েছে, বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়নি, বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ নয়, ই-সিগারেটের মতো এমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহআমদানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সবধরনের

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের আকার/আয়তন নির্ধারণ না করায়সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ

হচ্ছে ও তামাক কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি' বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়নি। এয়াড়া পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সিঙ্গেল স্টিক সিগারেট কেনার সুযোগ নেই। কিন্তু আমাদের দেশে কোন বাধ্যবাধ্যকতা নেই। এই বিষয়টিতে আইনী বাধ্যবাধকতা দরকার।

https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-

<u>%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0</u> <u>%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-</u>

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6/



তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন জরুরী

জানুয়ারি ২১, ২০২১



রেজাউর রহমান রিজভী, হ-বাংলা নিউজ: তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অন গ্লোবাল টোব্যাকো এপিডেমিক ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে এখনও সর্বোত্তম মান অর্জন করতে পারেনি। এজন্য বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রয়োজন- তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় ২১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর শ্যামলীতে অবস্থিত ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান কার্যালয়ে এ কথা বলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান কার্যালয়ে এ কথা বলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প) মোঃ মোখলেছুর রহমান। মোঃ মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয়' শীর্ষক এই মতবিনিময় সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া, বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর রুহুল আমিন রুশদ ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের কমিউনিকেশনস অফিসার সরকার শামস বিন শরীফ।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান মতবিনিময় সভায় জনস্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষায় বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে একটি প্রেজেন্টশন উপস্থাপন করেন।
মতবিনিময় সভায় ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া উপস্থিত সাংবাদিকদেরকে বলেন, বিশ্ব সজুড়ে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান আটটি কারণের ছয়টির সাথেই তামাক জড়িত।
বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারেরও বেশি মানুষ কেবল তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার জনিত রোগে মৃত্যুবরণ করে।
অথচ এটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ততটা নই যতটা হওয়া উচিত ছিল। গণমাধ্যমকর্মীরাই পারেন মানুষের মাঝে এ ব্যাপারে
সচেতনতা সৃষ্টি করতে। তিনি এজন্য গণমাধ্যমকর্মীদেরকে ভূমিকা রাখতে আহবান করেন।
ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ সরকার
ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ত্রণ)
আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করে। ২০১৩ সালে তামাক নিয়ত্রণ আইনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয় এবং এরই
ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। জনস্বাস্থ্য, বিশেষ
করে কিশোর ও তরুণদের জন্য নতুন হুমকি ই-সিগারেটের মতো এমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্ট নিষিদ্ধ করার বিষয়ে
আইনে কিছু বলা নেই।

বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর রুহুল আমিন রুশদ বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে আমরা যদি চলি ডালে ডালে তবে তামাক কোম্পানীগুলো চলে পাতায় পাতায় | একারণে আমরা দেখি তারা নানাবিধ প্রচার প্রচারণা করে মানুষের মধ্যে ধূমপানে উৎসাহিত করার কাজ করে | এ বিষয়ে আইন সংশোধন করে এর কঠোর প্রয়োগ প্রয়োজন | উল্লেখ্য, বিদ্যমান আইনের যেসব দূর্বলদিক তামাক নিয়ন্ত্রণে বাধা রয়েছে সেগুলো হলো- বিদ্যমান আইনে গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে ক্ষেত্রবিশেষে ধূমপানের সুযোগ রাখা হয়েছে, বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়নি, বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ নয়, ই-সিগারেটের মতো এমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহআমদানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের আকার/আয়তন নির্ধারণ না করায়সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে ও তামাক কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি' বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়নি | এয়াড়া পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সিঙ্গেল স্টিক সিগারেট কেনার সুযোগ নেই | কিন্তু আমাদের দেশে কোন বাধ্যবাধ্যকতা নেই | এই বিষয়টিতে আইনী বাধ্যবাধ্যকতা দরকার |

<u>%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0</u> %A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6/



তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন জরুরী

Bynazmul Islam

January 21, 2021



তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অন গ্লোবাল টোব্যাকো এপিডেমিক ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে এখনও সর্বোত্তম মান অর্জন করতে পারেনি ।

এজন্য বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রয়োজন- তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন বিষয়ে সাংবাদিক দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় ২১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর শ্যামলীতে অবস্থিত ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান কার্যালয়ে এ কথা বলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প) মোঃ মোখলেছুর রহমান।

মোঃ মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয়' শীর্ষক এই মতবিনিময় সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া, বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর রুহুল আমিন রুশদ ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের কমিউনিকেশনস অফিসার সরকার শামস বিন শরীফ । ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান মতবিনিময় সভায় জনস্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষায় বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে একটি প্রেজেন্টশন উপস্থাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় ক্যান্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া উপস্থিত সাংবাদিকদেরকে বলেন, বিশ্ব সজুড়ে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান আটটি কারণের ছয়টির সাথেই তামাক জড়িত বিংলাদেশে প্রতি বছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারেরও বেশি মানুষ কেবল তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার জনিত রোগে মৃত্যুবরণ করে বিঅথচ এটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ততটা নই যতটা হওয়া উচিত ছিল গণমাধ্যমকর্মীরাই পারেন মানুষের মাঝে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে তিনি এজন্য গণমাধ্যমকর্মীদেরকে ভূমিকা রাখতে আহবান করেন বিটাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ সরকার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ)

আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করে |

২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় । তবে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি এফসিটিসির সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কিছু জায়গায় দুর্বলতা রয়েছে । জনস্বাস্থ্য, বিশেষ করে কিশোর ও তরুণদের জন্য নতুন হুমকি ই-সিগারেটের মতো এমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্ট নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আইনে কিছু বলা নেই।

বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর রুহুল আমিন রুশদ বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে আমরা যদি চলি ডালে ডালে তবে তামাক কোম্পানীগুলো চলে পাতায় | একারণে আমরা দেখি তারা নানাবিধ প্রচার প্রচারণা করে মানুষের মধ্যে ধূমপানে উৎসাহিত করার কাজ করে | এ বিষয়ে আইন সংশোধন করে এর কঠোর প্রয়োগ প্রয়োজন | তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ২০১৩ সালে তামাক বিরোধী আইন করার সময় গণমাধ্যমগুলো যেভাবে দারুণ ভূমিকা রেখেছিল, এবারও আইন সংশোধন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের জোড়ালো ভূমিকা থাকবে |

উল্লেখ্য, বিদ্যমান আইনের যেসব দূর্বলিদিক তামাক নিয়ন্ত্রণে বাধা রয়েছে সেগুলো হলো- বিদ্যমান আইনে গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে ক্ষেত্রবিশেষে ধূমপানের সুযোগ রাখা হয়েছে, বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়নি, বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ নয়, ই-সিগারেটের মতো এমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্ট সমূহ আমদানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের

আকার/আয়তন নির্ধারণ না করায়সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে ও তামাক কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি' বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়নি ।
এছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সিঙ্গেল স্টিক সিগারেট কেনার সুযোগ নেই । কিন্তু আমাদের দেশে কোন বাধ্যবাধ্যকতা নেই । এই বিষয়টিতে আইনী বাধ্যবাধকতা দরকার ।

https://banglatopnews24.com/temek-sonsodon-ine-sonsodon/?fbclid=lwAR3jSdLNvBy5RYosN06aAScYp5unOzgp9WRJT22SuwkYIr4J_xyGiPMz1rw



তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন জরুরী

প্রকাশকাল: বৃহস্পতিবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২১



নিউজ ডেস্ক:

তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অন গ্লোবাল টোব্যাকো এপিডেমিক ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে এখনও সর্বোত্তম মান অর্জন করতে পারেনি এজন্য বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রয়োজন- তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন সংশোধন বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় ২১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর শ্যামলীতে অবস্থিত ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের

প্রধান কার্যালয়ে এ কথা বলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী (তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প) মোঃ মোখলেছুর রহমান।

মোঃ মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও করণীয়' শীর্ষক এই মতবিনিময় সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া, বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর রুহুল আমিন রুশদ ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের কমিউনিকেশনস অফিসার সরকার শামস বিন শরীফ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান মতবিনিময় সভায় জনস্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষায় বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে একটি প্রেজেন্টশন উপস্থাপন করেন|

মতবিনিময় সভায় ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস বাংলাদেশের গ্র্যান্টস ম্যানেজার আবদুস সালাম মিয়া উপস্থিত সাংবাদিকদেরকে বলেন, বিশ্ব সজুড়ে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান আটটি কারণের ছয়টির সাথেই তামাক জড়িত বিংলাদেশে প্রতি বছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারেরও বেশি মানুষ কেবল তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার জনিত রোগে মৃত্যুবরণ করে বিথা অথচ এটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ততটা নই যতটা হওয়া উচিত ছিল গণমাধ্যমকর্মীরাই পারেন মানুষের মাঝে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে তিনি এজন্য গণমাধ্যমকর্মীদেরকে ভূমিকা রাখতে আহ্বান করেন।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ সরকার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করে। ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। তবে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি এফসিটিসির সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কিছু জায়গায় দুর্বলতা রয়েছে। জনস্বাস্থ্য, বিশেষ করে কিশোর ও তরুণদের জন্য নতুন হুমকি ই-সিগারেটের মতো এমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্ট নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আইনে কিছু বলা নেই।

বাংলাভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর রুহুল আমিন রুশদ বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে আমরা যদি চলি ডালে ডালে তবে তামাক কোম্পানীগুলো চলে পাতায় পাতায় । একারণে আমরা দেখি তারা নানাবিধ প্রচার প্রচারণা করে মানুষের মধ্যে ধূমপানে উৎসাহিত করার কাজ করে। এ বিষয়ে আইন সংশোধন করে এর কঠোর প্রয়োগ প্রয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ২০১৩ সালে তামাক বিরোধী আইন করার সময় গণমাধ্যমগুলো যেভাবে দারুণ ভূমিকা রেখেছিল, এবারও আইন সংশোধন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের জোড়ালো ভূমিকা থাকবে।

উল্লেখ্য, বিদ্যমান আইনের যেসব দূর্বলদিক তামাক নিয়ন্ত্রণে বাধা রয়েছে সেগুলো হলো- বিদ্যমান আইনে গণপরিবহন ও রেস্তোরাসমূহে ক্ষেত্রবিশেষে ধূমপানের সুযোগ রাখা হয়েছে, বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়নি, বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ নয়, ই-সিগারেটের মতো এমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহআমদানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের আকার/আয়তন নির্ধারণ না করায়সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে ও তামাক কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি' বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়নি । এয়াড়া পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সিঙ্গেল স্টিক সিগারেট কেনার সুযোগ নেই । কিন্তু আমাদের দেশে কোন বাধ্যবাধ্যকতা নেই । এই বিষয়টিতে আইনী বাধ্যবাধকতা দরকার ।

https://bartakal.com/?p=392

দৈনিক মানবজমিন (২২-০১-২০২১)

দৈনিক করতোয়া (২২-০১-২০২১)

Daily News Today (23-01-2021)

News published total= 15 print & online news media